ISSN : 2331-315X

NAAC accredited Institution

DUM DUM MOTIJHEEL RABINDRA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to West Bengal State University (Barasat, North 24 Pgs.)

Academic Journal

Vol. 13

2020

208/B/2, Dum Dum Road, Kolkata - 700 074
Phone: 2560 5921, E-mail: *ddmrm2006@rediffmail.com*
Website : www.ddmrm.org

Contents

	Page No.
Understanding the Consequences of Stigma on Persons with Intellectual Disability — *Anupam Debnath*	1
Addressing Gender-sensitive Issues in Media Content — *Argha Sen*	3
দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে চার্বাক — *বিভাস দাস*	8
ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান — *কৈলাস মাহাত*	13
Application of Buddhist Ethics: A Brief Overview — *Lipika Das*	16
Ideologies of Rabindranath and Gandhi: In the Light of Nationalism — *Mithun Chowdhury & Dr Sanchali Bhattacharya*	20
প্রাচীন ন্যায়ের দৃষ্টিতে অপবর্গ এবং শরীর — *নিরুপমা দাস*	27
লিঙ্গ-রাজনীতি ঃ একটি নারীবাদী মনঃসমীক্ষণ — *রত্না সরকার*	36
Main Challenges Faced by the Elderly in Care-homes or Old-age-homes in India — *Sarmistha Mitra*	40
Suicidal Tendencies among Youths: A Study on Risk & Protective Factors — *Surajit Das*	48
বৌদ্ধ মতে প্রমাণ ঃ একটি পর্যালোচনা আলোচনা — *তপতী সাহা*	54
সমাজবীক্ষণে সৃষ্টির বাস্তবতা — *ডঃ উত্তরা কুন্ডু চৌধুরী*	56

সমাজবীক্ষণে সৃষ্টির বাস্তবতা

ডঃ উত্তরা কুন্ডু চৌধুরী *

শিক্ষিত পরিমার্জিত চিন্তন এবং বোধের সুষ্ঠু সমবায়ে প্রতিষ্ঠা পায় যে মননের অন্তর্বয়ান, সেই প্রেরণাতেই মানুষ প্রতি সময়ের আবহমানতায় রচনা করে চলে তার নিজস্ব কীর্তি। এই কীর্তি এবং বিশিষ্টতা তার সমসাময়িকের দলিল এবং আত্মদর্শনের ভাষ্য হয়ে ওঠে। তার কর্ম এবং নবসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেমন সমাজ এগিয়ে চলে, তেমনই সেই কীর্তি ঐতিহাসিকতায়, কালানুক্রমিকতার অভিধায় ভূষিত হয়। প্রাচীন জীবনের উৎসমুখ সন্ধানে অন্বিষ্ট মানব ফিরে তাকায় জীবনের ইতিহাসের পাতায় তথা সমাজ ইতিহাসে। দেশকালের পরিবর্তিত অবস্থার গর্ভে প্রচ্ছন্ন থাকা শিল্প সাহিত্যের রূপান্তর তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকে এই পালাবদল প্রত্যক্ষ করা যায় ১৯২৩ সাল থেকে। পূর্ব যুগের সঙ্গে ত্রিশ শতকের নাট্যচর্চার দুস্তর ব্যবধানের মূলে যে যুগলক্ষণটি সক্রিয় ছিল তার ধর্ম প্রকাশ পেয়েছিল আধুনিক মননে এবং গণচেতনার স্বরূপে।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দিক্‌চিহ্নের সূচক। রাবেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনার পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য এক ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। সমকালীন এই স্রষ্টারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশজুড়ে পরাধীনতার গ্লানি এবং স্বাধীনতার স্পৃহাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোভ ও লাভের আগ্রাসী লেলিহান শিখায় অগ্নিদগ্ধ মানবসভ্যতার শ্মশানে তারা শুনতে পেলেন হিটলারের হুঙ্কার ধ্বনি। দেখলেন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, সেই সঙ্গে এল পঞ্চাশের অবিস্মরণীয় মন্বন্তর। ক্ষুধাতুর আর পুঁজিপতির বিকৃত প্রাণ পতনের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস। স্বাধীনতা সূর্যোদয়ের প্রাক্ মুহূর্তে দুই বাংলা জুড়ে শুরু হল অর্থহীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মানুষে-মানুষে বিচ্ছিন্নতা, পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস মানুষের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করল। এর পাশাপাশি তেভাগা আন্দোলন, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, বাঙালিকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলল। বিশ্বাসের বৃন্তচ্যুত অনিকেত মানুষের জীবনকর্মের এই ব্যর্থ পুনরাবৃত্তির অনিবার্য অসহায়তা অর্থাৎ ভাঙ্গা-গড়ার পথেই বাংলা নাট্য অঙ্গনে প্রবেশ আধুনিক মনস্ক নাট্যকার বাদল সরকারের, যদিও তিনি নিজেকে নাট্যকর্মী বলতে আগ্রহী। বাদল সরকারের নাটক মানেই ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতার পুঁজি – যা আমাদের নবতর চিন্তায় আগ্রহী করে তোলে। নাট্যকার বাদল সরকার আধুনিক মননে সংযোজন করেছিলেন শিক্ষাকামী চেতনার প্রকাশ উন্মুখতার অতি আধুনিকতাকে।

নাটক জীবনের বহু বিচিত্র রূপের এক শক্তিশালী দর্পণ। এমন নিবিড়ভাবে জীবনের প্রত্যক্ষরূপ সাহিত্যের অন্য আঙ্গিকে দেখা যায় না। শুরুতে জন চিত্তরঞ্জনের জন্য উদ্ভূত হলেও সময়ের প্রবহমানতায় বর্তমানে তা মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল সমস্যার, সকল অবস্থার, অসংগতির রূপ অন্বেষণে এবং যথার্থ বাস্তবতা প্রতিস্থাপনে উন্মুখ। অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মানুষের বিবেক ও চৈতন্যকে সদাজাগ্রত করে রাখার গান ও নাটক শুনিয়ে চলেছে। সমালোচকের ভাষায় – 'of all the arts, drama, both in method and effect can the most Exemplary.'[১] অভিব্যক্তি এবং সংযোগের মাধ্যম হিসেবে নাটক যেমন সামাজিক পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে, তেমনি মানবিক আবেগের স্তরগুলিকে পুনর্নির্মাণ করে।

মানব সমাজের ইতিহাস মূলত সামাজিক অস্তিত্বের ইতিহাস এবং এই অস্তিত্ব অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাকান্ড ও তার ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার অশরীরী প্রভাব অনুভব করেছিল আপামর ভারতবাসী। ইতিহাসবিদ্ সুমিত সরকার বলেছেন – 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ভারতের রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক – অর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে সত্যিই একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।'[২]

যে যুদ্ধে আমরা নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টার ভূমিকা মাত্র অভিনয় করেছিলাম তা আমাদের সুস্থিত জীবনধারাকে লক্ষভ্রষ্ট করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসীতা, শাসক জাতির ভাগ্যের সঙ্গে শাসিত জাতির বাধ্যতামূলক সহযোগিতা আমাদের সমাজদর্শনকে সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যা একটি নিরপেক্ষ, নিরীহ জাতির পক্ষে ছিল নিষ্ঠুর দুর্দৈব। বিপর্যস্ত জীবনের বিক্ষুব্ধ অন্তর্দেশ থেকে রাষ্ট্রিক বিপ্লব ধূমায়িত হয়ে উঠল।

* Assistant Professor, Department of Bengali, Prasanta Chandra Mahalanobis Mahavidyalaya

যুদ্ধ-মন্বন্তর-দেশবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা বাঙালির পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে আকস্মিক বিপর্যয় এনে দিল। পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অসহায় দুর্গতি, লক্ষ লক্ষ লোকের বাস্তুত্যাগ, সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতায় অগণিত শরণার্থীর জান্তব জীবনযাত্রা সমাজের দৃঢ়ভিত্তিভূমিকে বিধ্বস্ত করে ফেলল। পরিবার জীবনের বিধ্বস্ততার পথ বেয়ে অভাবের সুড়ঙ্গপথে মনুষ্যত্ব আত্মহত্যা করল। ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত প্রচলিত মূল্যবোধগুলি বাস্তুহারা মানুষগুলির জীবন থেকে গুরুত্বহীনভাবে বিলুপ্ত হল। সমালোচক বলেছেন – 'The trauma of uprooting an ineffaceable nostalgia for a paradise lost and millennarianism are the basic ingredients of the mental make up of the refugee. Root lessness and precarious hold on life made then emotionally unstable and gave them a fitful nervous energy and an inferiority complex which found expression in aggressive self – assertion and in a sense of invulnerability.'[৩]

ছিন্নমূল হওয়ার তীব্র বেদনা, ফেলে আসা স্বর্গসম স্বদেশের জন্য আকুলতা এবং নতুন করে স্বর্গভূমি ফিরে পাওয়ার দুর্বার আকাঙ্খার তাড়নায় উদ্বাস্তুদের জীবনে প্রকট হয়ে উঠেছিল নানা অস্বাভাবিকতা। প্রচলিত মূল্যবোধগুলির প্রতি উন্নাসিকতাও বোধ হয় সেই অস্বাভাবিকতার প্রকাশ ছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শুধু যে আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, আমাদের আর্থ সামাজিক জীবনেও আমূল বিপর্যয় ঘটে গেল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীতে জমিদারী ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধিত হল। দেশভাগ ও স্বাধীনতার পরে যখন পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু হল তখন প্রথমদিকে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও বাস্তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং ভাগচাষীদের সম্বন্ধে কিছু আইন বাদ দিয়ে আর বিশেষ কিছু করা হল না। সমস্ত কৃষকদের নিয়ে যৌথ উৎপাদনের সমবায়ের দিকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হল না।

এর ফলশ্রুতিতে দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রধানত শহরে বাস করা জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষি আয়ের সিংহভাগ যেভাবে বিলাসব্যসনে ব্যয় করেছিল তা অনেকখানি বন্ধ হল এবং ঐ আয়ের নতুন মালিক হল গ্রামে থাকা জোতদার এবং ধনী চাষীরা। মধ্যস্বত্বভোগী বহু লোক গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে নানা নতুন বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করল। স্বাধীন ভারতে দ্রুত শিল্প সম্প্রসারণের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটতে লাগল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বছরগুলোতে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন সাধনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। স্বাধীন ভারত সরকারের সর্বপ্রথম ঘোষিত শিল্পনীতি 'Industrial Policy Resolution 1948' এবং 'Industries Development and Regulation Act 1951' দ্বারা বেশ কিছু নতুন কর্মসূচীর নির্দেশ জারি করা হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা লুপ্ত হয়ে আসে এবং পুঁজিবাদী সমাজের পত্তন হয়।

চল্লিশের দশকের বাংলা নাটক যুগধর্মে নবকলেবর পুষ্ট। সময়ের বহু বিচিত্র অভিঘাত এই সময়ের নাট্যসৃষ্টিকে করে তুলেছে চেতনা সৃষ্টির শাণিত অস্ত্র। জনতার বাইরে দাঁড়ানো নির্জন ভয়ংকর সভ্যতা এবং সময়ের অভিঘাতে সৃষ্ট ঘটনাগুলির পর্যায়-ক্রমিক সারণী হল –

২য় বিশ্বযুদ্ধ ঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ধত পদচারণা।

৪২-এর আন্দোলন ঃ শাসকশক্তির রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির প্রকাশ।

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান ও লবণ আইন ভঙ্গ।

পঞ্চাশের মন্বন্তর ঃ অর্থলোভী চতুরের ক্ষমতার মায়াবী শ্মশানে মানবের হাহাকার।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা ঃ রাজনৈতিক শাঠ্য।

নৌ-বিদ্রোহ

গণনাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি।

কোলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

শ্রমিক সংগঠনের হরতাল।

দেশবিভাগ ঃ পুরুষানুক্রমের অস্থিতিজনিত অভিঘাত এবং তিক্ততার এক জটিল আবর্ত।

প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনের অধিবেশন পরে যার নাম হয় ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পীসংঘ।

সময় ও পরিসরের এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলা নাট্যঅঙ্গনে আবির্ভূত হলেন নাট্যকর্মী তথা নাট্যকার বাদল সরকার। উত্তাল চল্লিশে লালিত হলেও নাট্যকার বাদল সরকারের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে পাঁচের দশকে। তাঁর নাট্যসৃষ্টিতে আমরা পাই আর্থ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বুর্জোয়া সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা আর সমাজবোধের চূড়ান্ত অবমূল্যায়নের দিকটিকে। এরই সঙ্গে দেখা গেল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস কথন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোচনীয়তা, প্রথাগত রাজনৈতিক চিন্তার নবতর মূল্যায়ণ এবং সামাজিক জীবন থেকে বৃন্তচ্যুতির বাস্তব চিত্রকে।

১৯২৫ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মহেন্দ্রলাল সরকার এবং সরলামোনা সরকারের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ সরকার (বাদল সরকারের পোষাকী নাম) ১এ পিয়ারী রো-এর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ তিনি ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯৪১ খ্রীঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শৈশব থেকেই বিদ্যাচর্চার নিবিড় পরিবেশে পরিবর্ধিত এই মানুষটি তার কৈশোরের নাট্য আগ্রহ প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন – 'লোকে উপন্যাস বা ছোটগল্প পড়ে কিংবা নাটক দেখতে যায়, কিন্তু আমি নাটক পড়তে ভীষণ ভালবাসতাম।'[৪]

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরেই তিনি 'এইট মডার্ণ প্লেজ' – নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন – 'এক দুঃসাহসিক মুহূর্তে নাটকটি বাংলা করে ফেললাম। বাঙালী চরিত্র, বাঙালী পরিবেশ, যথাসম্ভব আমদানী করা গেল এবং আমার কলেজ ভর্তি হওয়ার দিন মেজদি আর আমি বাড়িতে এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফেললাম।'[৫]

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও সাহিত্য চর্চা তাঁর অব্যাহত ছিল কৈশোর থেকেই। ১৯৪৩-৪৭ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াকালীন সময়ে বি.ই. কলেজের তৃতীয় বর্ষে গলসওয়ার্দির 'রুফ' - নাটকের অনুপ্রেরণায় লেখেন 'আগুন' নাটকটি। ১৯৪৭-এ শিবপুর বি.ই. কলেজ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আস্থায় কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন – 'রাজনীতিতে ঢোকা ততোদিনে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। কিন্তু জনযুদ্ধ নীতি গ্রহণের কারণে সাধারণের বেশ কিছু রাগ তখন কম্যুনিষ্টদের উপরে, তাই একটু গোপনে।'[৬] চাকরি সূত্রে প্রবাসকালীন জীবন তাঁর নাট্যরচনাকে এবং নাট্যাভিনয়কে সমৃদ্ধ করেছে। পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যেও তিনি ডিগ্রী অর্জন করেন।

যুগের উত্থান-পতন, সমকালীন জীবনের রূঢ় বাস্তবতা এবং নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ২য় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনার ব্যক্তি অভিজ্ঞতা বাদল সরকারকে নাট্য রচনায় প্ররোচিত করেছিল এবং এই প্রসঙ্গে আত্মকথনে তিনি বলেছেন – 'খবরের কাগজ থেকে, কিছু বই পড়ে, কিছু শোনা কথার মাধ্যমে ভাসা ভাসা খানিকটা ধারণা হয়েছিল বিশ্বের হালচাল সম্বন্ধে, কোনো পরিষ্কার মতামত তৈরি হয়নি। ধীরেন্দ্রলাল ধরের বামপন্থী কিশোর উপন্যাস 'আবিসিনিয়া ফ্রন্টে' পড়ে ফ্যাসিস্ট ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ আর অকথ্য অত্যাচারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর একনায়কত্ব, গৃহযুদ্ধ, জাপানের চীন আক্রমণ – এসব ভাসা ভাসা ভাবে জেনেছি, সামগ্রিক ধারণা জন্মায়নি।'[৭]

১৯৬০-এর দশকে বাংলা নাট্যজগতে বাদল সরকারের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সকালবেলার সলতে পাকানোর সূচনা হয়েছিল এই ছাত্রাবস্থা থেকেই। ১৯৫০ সালে এন্টালিতে থাকাকালীন সেই আবাসনেই তৈরি হয় 'Enaca' অর্থাৎ 'Entally novice Artistes Cultural Association' যার অবাধ পৃষ্ঠপোষকতায় 'অতিথি', 'লালপাঞ্জা', 'বন্ধু' – প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা বাদল সরকারের পরিচিতি ঘটল। ১৯৫৬ সালে 'মাঙ্কি বিজিনেস' – নাটকের অনুবাদ 'সলিউশন এক্স' দিয়ে তাঁর প্রকৃত যাত্রা শুরু হল। তাঁর রচিত প্রথম মৌলিক নাটক 'বড় পিসিমা' যা লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে রচিত। ১৯৬০ সালে কোলকাতায় ফিরে এসে নাট্যমোদী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'চক্র'। ১৯৬৭ সালে 'শতাব্দী' নাট্যদল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাদল সরকারের নাট্যব্যক্তিত্বের সফল প্রকাশ ঘটল। 'শতাব্দী'র প্রথম অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হল 'কবিকাহিনী' (প্রথম অভিনয় ১৯৬৮, ২৩শে জানুয়ারী, ফারাক্কায়)।

১৯৫৬-৬৭ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকগুলি সবই প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্য লেখা। পরিচালক বারীন সাহার, পরিচালনায় ১৯৬৩ সালে তিনি 'তেরো নদীর পারে' চলচ্চিত্রে দিব্যেন্দু চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭০ এর দশকের গোড়া থেকেই বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ঘেরাটোপ ও সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে দিয়ে বিকল্প থিয়েটারের সন্ধান করেন। মঞ্চ ছেড়ে চাতালে নেমে আসেন। এই আসাটা বাচিক ভাষার ওপর আস্থা হারিয়ে শরীরের ভাষাকে প্রকট করবার উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক ছিল কিনা – এই উত্থিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন – 'শারীরিক ভাষা যদি অনেকখানি বাচিক ভাষাকে রিপ্লেস করতে পারে তাহলে নাটকটা

আরো জোরালো হয়। কারণ নাটক রচনায় প্রিসিশন দরকার, নাটক উপন্যাস নয়।'[৮]

বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টির বর্গীকরণের অন্বেষণে যে নাটকগুলিতে সমাজবীক্ষার নিখুঁত প্রয়োগ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'ভোমা', 'মিছিল', 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস', 'সিঁড়ি', 'ভুল রাস্তা', 'ক-চ-ট-ত-প', 'খাট-মাট-ক্রিং', 'পাগলা ঘোড়া', 'রামশ্যাম যদু', 'যদি আর একবার', 'শেষ নেই', 'পরে কোনোদিন', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী'।

মানুষের জীবন, তার সম্পর্কের মধ্যে থাকে এক বিশ্লেষণী ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর গভীরে প্রোথিত থাকে। স্বাধীনতাপূর্ব কৃষিঅর্থনীতি, সমাজনীতি, অর্থহীন দাঙ্গা, পরবর্তীতে বিপ্লবের পথে, সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখা, সম্মিলিত জোট – 'ভোমা' নাটকে দেখা যায়, ভারতে বিচিত্র অর্থনীতির শোষণে রিক্ত নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষের চেহারা যেন ভোমার প্রতীকে নাট্যায়িত। দীর্ঘশোষণে জর্জরিত ভূমিহীন কৃষক খেত মজুরের আর্তনাদ – যা স্বাধীনতার এত বছর পরেও উচ্চারিত হয়ে চলেছে, প্রকৃত সুরাহা আজও হয়নি। নাটকের সূচনায় নাট্যকার জানিয়েছেন – 'সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাঙাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তুষারবাবুর কাছে। ভোমার গল্প তার কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু ভোমার গল্প এ নাটকে নেই। চারিপাশে যা দেখে, যা শিখে যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিল নাটকের চেহারায় টুকরো টুকরো ছবিতে।'[৯] এই ভোমারা শোষিত, বঞ্চিত, ভূমিহীন মজুর। সভ্যতার প্রগতিরথে, মহেঞ্জোদারো, অযোধ্যা, পাটলিপুত্রের ঐতিহাসিক কালানুক্রমিকতার পথ শেষে ভারতবর্ষ তথা কোলকাতার নাট্যে উপস্থাপিত নামবিহীন সংখ্যাযুক্ত চরিত্রদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে এদের সংলাপে উচ্চারিত হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত জীবনের শোচনীয় কদর্যতা তথা ভারতের নগ্নমূর্তি –

'দুই।।(উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের বুকস্টলের পেছনের একটি শিশু জন্মেছে।

[সবাই উঠলো]

চার।। শেয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরে, চলো দমদম এয়ারপোর্ট – সী ইন্ডিয়া!'[১০]

সংগ্রামী মানুষের শ্রেণী প্রতিনিধি এই ভোমরা স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আজও আন্দোলন মুখর হয় জমি হারানোর যন্ত্রণায়। তাই নাটকে উচ্চারিত – 'কিন্তু ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন, ভোমা উঠছে, ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে, শান দিচ্ছে।'[১১]

জীবনের মিছিল থেকে মৃত্যুর মিছিলের আর্তনাদের ঘানি ঘোরার বাস্তব নাট্যচিত্র 'মিছিল' নাটকটি। জীবনে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও অবলম্বনের পথ খোঁজার আশাবাদ উচ্চারিত হয় এই নাটকে। তৎকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক চরম অস্তিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। পথভ্রষ্ট রাজনীতির শিকার হওয়া হাজার হাজার উজ্জ্বল যুবকের বিভ্রান্তির বাস্তব উপস্থাপনা 'মিছিল' – নাটকটি। ছাত্র-যুব-বৃদ্ধ-নারী সকলেই শিকার হয়েছে রাজনৈতিক দলাদলির। সেই নির্লজ্জতার প্রবহমান ধারায় আজও এর ব্যতিক্রম ঘটে না। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদের নখদন্তের আঁচড়, স্বৈরতন্ত্রের তর্জন-গর্জন, পুঁজিবাদের এক বাস্তব আলেখ্য সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস। দেশীয় ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি বিশ্ব ইতিহাসের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, পুঁজিবাদের অসুস্থ প্রয়োগ, শ্রমিক শোষণ, যন্ত্রণাবিকৃত মুখ, ময়লা কাপড়, ক্ষুধায় যন্ত্রণাবিদ্ধ করুণ মুখচ্ছবি – নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকের সমাপ্তিতে সূত্রধারের সংলাপে বিবেকী আত্মার প্রতিধ্বনি শোনায় যায়। – 'ভারতবর্ষের ইতিহাস এই পর্যন্ত এগিয়ে গেলে ভালো হত। কিন্তু তা হয়নি। এখন যা হচ্ছে, তা হচ্ছে।'[১২]

নিরবধিকাল ধরে লক্ষ্যের শিখর চূড়ায় পৌঁছতে আগ্রহী মানবজীবন দুটো বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিচলিত এবং তাদের আস্থা বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি বিচ্ছিন্ন বিচ্যুত হয়ে অন্তর্জগতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ঈশ্বর বিগত বিশ্বাসে বিলগ্ন মানুষের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে গেছে। আশ্বাসের আলো নিভে যাওয়া জগতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় সে যেন এক আগন্তুক এবং নিঃসঙ্গ পুরোনো আবাসের স্মৃতি তার মুছে গেছে। নীড় নির্মাণের আশ্বাস তার নেই। অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন, নিরালম্ব মানুষের মনে জাগতে থাকে 'ভুল রাস্তা'-য় হারিয়ে যাওয়ার বোধ, উচিত-অনৌচিত্যের টানাপোড়েনে দোদুল্যমান মানবচিত্ত তাই কামনা করে –

'আমি যেতে চাই যাওয়া ছাড়িয়ে
আরো দূরে দূরে হারিয়ে
নিজেকে পেরিয়ে ওপারে,

আমি পেতে চাই খুঁজে খোলা চোখ বুঁজে
অদেখা নিজের না-চেনা না-বোঝা ধোঁকারে,
আমি যাবো রাতে দিনে ভুল পথ চিনে
শেষ ভেঙ্গে দেওয়া সীমাছাড়া উপনিবেশে।' [১৩]

'ভজগন্তধাম' ছেড়ে গুরুর নির্দেশে বেরিয়ে আসা অপর্ণার দৃষ্টিতে দেখা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, পারমাণবিক অস্ত্রের আক্রমণ, বিকল মনুষ্যজীবনকে দেখা যায় 'ক-চ-ট-ত-প' নাটকে। অবস্থার আকস্মিকতায় ক্রন্দনরতা অপর্ণাকে সান্ত্বনা দানের জন্য গুরুদেব যে কথাটি উচ্চারণ করেছেন তা যেন মানবের শুভ চেতনার কথা –

'গুরু।। যারা বাঁচতে চায় তারা যদি চলে যায় তবে
মানুষের রাজ্যে বাকি থাকবে কারা? শুধু
যারা মেরে ফেলে, তারা?' [১৪]

মানবজীবনের আত্মিক নিঃস্বতার পটভূমিতে স্থাপিত বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' যেন 'প্রবল প্রদীপ্ত প্রেমের প্রতীক'। নিঃস্বতা রিক্ততার মধ্যেও মানুষ যেন তার অন্তরের প্লুত প্রদেশে সেই ঘোড়ার সোচ্চার ধ্বনি শুনতে পায়। নাটকে মালতী, মিলি, লছমী সব মেয়েই নিছক 'একটি মেয়ে' হয়ে ওঠে। সব গল্পই 'একটি গল্প' হয়ে ওঠে। কালের নিয়মে সবাই মরে, ভালোবাসাও মরে যায়। কিন্তু শেষ হয় না। প্রয়োজনের বাস্তব সত্যতা নির্ভর বিবাহিত জীবনের অর্থহীনতার গল্প 'যদি আর একবার'– নাটকটি। সঞ্জয়-অতসী, রতিকান্ত-করুণা এরা সকলেই চাওয়া-পাওয়ার অঙ্কে শূন্য, ব্যর্থ, অতৃপ্ত। দিনান্তের দাবি নিয়ে রাতের প্রহর অপেক্ষায় শেষ হয় 'আগমীর বাস্পবারতা'-কে সম্বল করে। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'শেষ নেই' যেন এক নিঃসীম শূন্যতার ট্রিলজি। ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, সমকালীন মানুষের আকুতি, নতুন পথের অনুসন্ধান-এ সবই এই নাটক তিনটিতে উপস্থাপিত। সামাজিক টানাপোড়েনে এবং রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝাবর্তে মানবজীবন বারে বারে উত্তাল হয়েছে ষাট - সত্তরের দশকে। অস্তিত্ব নিয়ে চলমান সংগ্রাম আসলে ছকে বাঁধা অভ্যাসের প্রকরণ, তাতে আশ্চর্য নেই কোথাও। অবলুপ্ত জাতীয় আদর্শ, রাজনৈতিক দলাদলি, হিংসাত্মক প্রকৌশলে বিক্ষুব্ধ মানবজীবন, সুন্দর ও কুৎসিত রূপের বৈপরীত্যে দিশেহারা হয়ে সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মানুষ যেন জীবননাট্যের সমাজমুকুরের প্রতিবিম্বন হয়ে বেঁচে থাকে।

প্রবাসকালীন জীবন বাদল সরকারের নাট্যসৃষ্টির প্রয়াসকে পরিপুষ্ট করেছিল। এইরকম একটি নাটক 'ত্রিংশ শতাব্দী'। নাটকের মুখবন্ধে নাট্যকার জানিয়েছে – "১৯৬৬ সালে পূর্ব নাইজেরিয়ার রাজধানী এনুগু শহরে চাকরি করার সময়ে লাইব্রেরি থেকে একটা বই এনে পড়েছিলাম। বইটার নাম – Formula For Death : $E = Mc^2$। লেখক একজন ফরাসী সাংবাদিক, তিনি আমেরিকা আর জাপান ঘুরে পারমাণবিক বোমা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে বইটি রচনা করেছিলেন, তারই ইংরেজি অনুবাদ এটা। বইটি আমায় প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল, অনুবাদ আমার আসে না তাই মঞ্চায়নের কথা না ভেবে নাটকের চেহারাতেই দাঁড় করিয়েছিলাম। আমরা প্রথম অভিনয় করেছিলাম অঙ্গন মঞ্চে। একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার নাটকের চেহারাতেই দাঁড় করিয়েছিলাম। আমরা প্রথম অভিনয় করেছিলাম অঙ্গন মঞ্চে। একটা আশ্চর্য কাকতালীয় ব্যাপার আমাদের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৭৪ সালে ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় বোমা ফেলার দিন। এখানে উল্লেখযোগ্য নাটকের শেষ কটা পক্তি নিয়েছি 'জঁ-পল-সার্তর'-এর একটি নাটক থেকে।" [১৫]

বাদল সরকার আমাদের একালের সেই নাট্যকার যিনি মানবতায়, প্রেমে-অন্তহীন অভিযাত্রায় মৃত্যুকে অতিক্রম করে শাশ্বতের দিকে সম্মিলিত অভিযানে বিশ্বাসী। উনিশ শতকের দর্পণ নাটকের মতই সচেতন সামাজিক ও শিল্পী বাদল সরকার তাঁর নাট্যদর্পণে সমাজের আঘাতটা আর পৃথিবীর গভীরতর অসুখকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর দর্শন তাঁর নাট্যরূপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাঁর নাট্যশৈলী প্রচলিত দুই ছককে ভেঙ্গেছে। মহাবিশ্ব তরঙ্গের প্রতিটি উত্থান-পতনে অপরাজেয় মানবতাকেই খুঁজেছেন তিনি। মানুষের মধ্যেকার যান্ত্রিকতায় তিনি ব্যাথিত। কিন্তু মানুষের প্রতি তার আস্থা অবিচল। একাধারে সৃজন ও অভিনয় – এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে তিনি একটি পৃথক নাট্যজগত বাঙালির জন্য তৈরি করে দিয়েছেন।

পাদটীকা

১. *The Study of Drama*, H.G. Barker / Page 58.
২. *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, সুমিত সরকার, পৃ. ১২৪

৩. *স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর*, শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১-৩২।
৪. *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম খন্ড), বাদল সরকার, পৃ. ২৪।
৫. *থিয়েটারী গল্প আদি পর্ব*, বাদল সরকার, পৃ. ২৭।
৬. *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম খন্ড), বাদল সরকার, পৃ. ১০০।
৭. *পুরোনো কাসুন্দি*, বাদল সরকার, পৃ. ৪০।
৮. *বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস*, ডঃ তরুণ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৪।
৯. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৩২।
১০. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৩৫।
১১. নাট্যসঞ্চয়ন (ভোমা), বাদল সরকার, পৃ. ৭০।
১২. *সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস*, বাদল সরকার, পৃ. ৩৯।
১৩. *প্রবাসের হিজিবিজি*, বাদল সরকার, পৃ. ৪৭।
১৪. *ক-চ-ট-ত-প*, বাদল সরকার, পৃ. ৪৮।
১৫. *ত্রিংশ শতাব্দী* (মুখবন্ধ), বাদল সরকার, পৃ. ২৯৭।

তথ্যসূত্র

১. বাদল সরকার, *নাটক সমগ্র* (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
২. বাদল সরকার, *পুরোনো কাসুন্দি* (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড), লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
৩. বাদল সরকার, *প্রবাসের হিজিবিজি*, লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
৪. বাদল সরকার, *থিয়েটারের ভাষা*, প্রতিভাস, কোলকাতা।
৫. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা।
৬. তরুণ মুখোপাধ্যায়, *বাদল সরকারের নাটকের পরাপাঠ এবং ইন্দ্রজিৎ ও বাকি ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কোলকাতা।
৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা।
৮. সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭*, কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কোলকাতা, নিউদিল্লী।
৯. বাদল সরকার, *থিয়েটারী গল্প আদিপর্ব*, লেখনী প্রকাশনা, কোলকাতা।
১০. H.G. Barkar, *The Study of Drama*, Folcraft Lib. 1972.
১১. অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রতিভাস, কোলকাতা।
১২. দর্শন চৌধুরী, *নাট্য ব্যক্তিত্ব বাদল সরকার*, একুশ শতক, কোলকাতা।